<?xml version="1.0" ?>			
<?xml-stylesheet type="text/css" href="home.css"?>			
<Doc id="ben-w-media-	B1177(a)	"	lang="bengali">
<Header type="text">			
<encodingDesc>			
<projectDesc>	CIIL-Bengali Corpora, Monolingual Written Text		</projectDesc>
<samplingDesc>	Simple written text only has been transcribed. Diagrams, pictures and tables have been omitted. Samples taken from page 10, 11, 20, 21		</samplingDesc>
</encodingDesc>			
<sourceDesc> <biblStruct> <source>			
	<category>	Aesthetics	</category>
	<subcategory>	Literature-Essay	</subcategory>
	<text>	Book	</text>
	<title>	Prabandha Binyash	</title>
	<vol>		</vol>
	<issue>		</issue>
</source>			
<textDes>			
	<type>		</type>
	<headline>	Shahitya Shistite Tarashankarer Shudurprashari Anweshan Oshugabhir Shachetanata	</headline>
	<author>	Nimai Das	</author>
	<words>	538	</words>
</textDes>			
<imprint>			
	<pubPlace>	India-Kolkata	</pubPlace>
	<publisher>	Ashabari Publication	</publisher>
	<pubDate>	2001	</pubDate>
</imprint>			
<idno type="CIIL code">		NL63014	</idno>
<index>		B1177(a)	</index>

</biblStruct> </sourceDesc>			
<profileDesc> <creation>			
	<date>	07-May-2008	</date>
	<inputter>	Rina Sarkar	</inputter>
	<proof>		</proof>
</creation>			
<langUsage>		Bengali	</langUsage>
<wsdUsage>			
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS). </writingSystem>			
</wsdUsage>			
<textClass>			
<channel mode="w">		print	</channel>
<domain type="public">			</domain>
</textClass> </profileDesc> </Header>			
<text><body>			
<p>	তারাশঙ্করের জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ের বিস্তৃত অঞ্চল ও তার গ্রামসমাজ ছিল তাঁর অন্তর জুড়ে। ফলে “রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি, তাদের সমস্ত রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারাশঙ্করের কাহিনীর মধ্য আবির্ভূত এবং সমগ্র কাহিনীর রসাবেদনের সঙ্গে অচ্ছদ্যবাবে সম্পৃক্ত। এই পল্লী জীবনাশ্রয়ী আঞ্চলিক চেতনাপুষ্ট বাস্তব অথচ বিচিত্রস্বাদী এক রসসাহিত্য নিয়েই তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবং গল্পের নিরিখে উপলব্ধি করা যায় তাঁর পর্যবেক্ষণের স্বতঃস্ফূর্ততা। তারাশঙ্কর সমকালী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, সরোজকুমার সতীনাথ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক সাহিত্যেকের রচনাতে আঞ্চলিক-জীবনচিত্র ও গ্রামসমাজের কথা স্থান পেয়েছে, কিন্তু তারাশঙ্কর তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকারলব্ধ এমন একটি বিশেষ অঞ্চলকে প্রাধান্য দানে সাহিত্যের সামগ্রী করে তুললেন, একথা ভাবলে বিস্ময় জাগে। জীবনশিল্পী রূপে তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা, মনের অতলস্পর্শীতা, জীবনবোধের যথার্থতা তাঁকে সঞ্জীবিত করেছিল নাড়ীর টানে, সুগ্রথিত জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। রক্তের সম্পর্কে বীরভূমের আঞ্চলিক ভূখন্ডটি যেন তাঁর দেহমনের দ্বিতীয় সত্তা। সে কারণে তাঁর সাহিত্যে ভাবাবগসর্বস্ব বহিঃ প্রকাশ ঘটে নি। বাস্তব জীবনধর্মী চিন্তী-ভাবনার মহিমান্বিতরূপ এঁকেছেন কাহিনী- কাঠামোয় এবং এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমতও আমাদের অভিভূত করে-“আমারে বই বলুন আর যাই-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই		</p>

	রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশি আমার আর কিছু নেই।” রবীন্দ্রনাথও তারাশঙ্করের বাস্তববোধ ও জীবনসত্যের প্রকাশের প্রতি আলেকপাত করেছিলেন “তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়, তাতে বাস্তবতায় কোমর বাঁধার ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশ হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।” এইখানেই তারাশঙ্করের সাহিত্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যতা	
<pic>		</pic>
<p>	সাহিত্যজগতে তারাশঙ্করের আবির্ভীরের কাল বিশশতকের তিনের দশকে। ঊনিশ ষতকের প্রথমার্ধে লেখকদের চিন্তাভীবনায় ও সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনায় যে স্বরূপতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার পরিবর্তন সাধিত হল ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ উপস্থিত হতে। যেন নবজাগরণের মর্য্যাদায় অভিসিঞ্চিত হয়ে নতুন অভিজ্ঞতার আলোক দর্শন সম্ভব হল এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কালের সুযোদয়ে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তি চেতনার মনবৃত্তের অঙ্গীভূত বিশিষ্টরূপের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্ণের মধ্যে দিয় বাস্তবসচেতন জীবন পরিবেশে চিত্র অঙ্কিত হতে লাগলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে সমাজচেতনার প্রতিক্রিয়াও নানাভাবে সমাজ সমসারে প্রবেশাধিকার লাভ করলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্য প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও পরিবর্তন করার সুযোগদান করলো। এই দুটি মহাযুদ্ধ ও তার পরিণতি সমাজজীবনের মননে- চিন্তনে ব্যাপক রূপ বদলের ভূমিকা গ্রহণ করায় বুদ্ধিজীবী মানুষের অন্তরের গভীরে স্পন্দন তুললো। পূর্ব- সমকাল ও উত্তরকালের সাযুজ্যে কথাসাহিত্যে শাখা বিস্তৃত হতে লাগলো নানা বিচিত্র উপাদান-উপকরণে। সমাজ- জীবনের দ্বন্দ্বমুখর জটিল যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, নীতিবোধ আবেগ উচ্ছ্বাস জীবদৃষ্টির গভীরতা থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের প্রকাশে গতির সঞ্চার করলো সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকেও অভাবনীয় পরিবর্তন।	</p>
<p>	এই আন্দোলন- অভ্যুদয়ে, মনন ও মণীষার বলয়বিস্তৃতিতে পৃথিবীর সব দেশেতেই শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। বস্তুতঃপক্ষে এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই বাংলা ছোটগল্পও কথাসাহিত্যের বহু- বৈচিত্র্যতা উল্লেখযোগ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। ঊনিশ- শতকের ভাব পরিমন্ডলের জগত্ থেকে বিশ শতকের দিকে ধাবিত স্রোতে ধ্রুবপদের সন্ধান পেয়ে লেখক সাহিত্যিকদের জীবনবীণার বিচিত্র বহুমুখী সুরমূর্ছনা ঝংকৃত হল। তারাশঙ্কর কালের প্রবাহে জীবনরস পিপাসুমনের প্রস্তুতি নিয়ে মানুষ ও মাটির সানিধ্যে এসে দাঁড়ালেন বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়ে। অভাবিত ভাবনায়, অপ্রত্যাশিত মননে আরও এক নতুন	</p>

	জীবনবোধে চিত্র প্রফলিত হল পাঠক সমাজে। বিভূতিভূষণের শিল্পবোধ ও সাহিত্যে সৃষ্টির প্রতিফলনে বিমুগ্ধ পাঠক জীবন জিজ্ঞাসার, জীবন রহস্যের মাঝে যে দুর্লভ বহুবিচিত্র অথচ আবেদনমূর্ত কাহিনীর মুখোমুখি হতে পেরেছিল; তারাশঙ্করের অন্তর প্রবণতার নতুন ফসলে দেশের আর এক জটিল জীবনরহস্যের সঙ্গে সৃষ্টিসচেতন চিত্রণ লক্ষ্য করে অভিভূত হল। যারা মাটির সংস্পর্শে, গ্রামীণ পটভূমিতে, গ্রাম্যজীবনে, গ্রামীণ জল-হাওয়ায় আজন্ম শিকড় চালিয়ে আপন সংস্কৃতিতে পরিপুষ্টি হয়েছে।	

</body></text>
</Doc>